গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-০৩ শাখা

স্মারক নম্বর- ৪৮.০০.০০০০.০০৩.০১৭.২০.২০১২- ৮৯৮

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪২১ / ০৪ আগস্ট ২০১৪

বিষয়: মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

সরকার, The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর ধারা-৪ সংশোধনক্রমে মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরী শর্তসাপেক্ষে ০২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধি করেন যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীগণ ৫৯ বৎসর বয়স অবধি চাকুরী করার সুযোগ ইতোমধ্যে ভোগ করেছেন। উক্ত সুযোগের মেয়াদ সমাপ্তির অব্যবহিত পর সরকার ০৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অধ্যাদেশ নং ১০, ২০১২-এর মাধ্যমে 'The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974)-এর সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনক্রমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীকাল সাধারণ গণকর্মচারীগণের চেয়ে ০১ (এক) বৎসর বৃদ্ধি করেন। যার ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণ ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স অবধি চাকুরী করার সুযোগ লাভ করে আসছেন। একইভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা তাদের অধীনে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে স্ব স্ব সংস্থার চাকুরীর বিধানাবলী অনুসরণে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বৎসর চাকুরী করার সুযোগ প্রদান করে আসছে। তবে এ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ তারিখের পত্র নং-০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪. ২০১০-৩৫৬ এবং ০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্র নং- ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০১.২০১০ -৪৪(১) মারফত প্রদত্ত শর্ত অবশ্য পালনীয় (ছায়ালিপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি-কে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংশ্লিষ্ট গণকর্মচারীর নাম মুক্তিবার্তা/গেজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং তার নামে বৈধ মুক্তিযোদ্ধা সনদ থাকা। উক্ত নির্দেশনার মর্মমতে একজন গণকর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময়-ই যদি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা না করে থাকেন তাহলে তিনি সাধারণ গণকর্মচারীগনের চেয়ে ০১ (এক) বৎসর বেশী চাকুরী করার সুযোগ প্রাপ্য হবেন না। এ বিধানটি Parent law বা জাতীয় নীতি হিসেবে সকল দপ্তর-সংস্থার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যে সকল সংস্থা বিশেষ কোন আইনের বিধানবলে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে থাকেন, আইনের সমতুল্য নীতি অনুযায়ী তারা-ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ নির্দেশনা অনুসরণ করতে বাধ্য। চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়টি আপাতদৃষ্টে একটি সংস্থার অভ্যন্তরীন বিষয় বলে মনে হলেও এ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ নির্দেশনাটি আবশ্যিকভাবে তাদের জন্য-ও পালনীয়।

পরের পৃষ্ঠা-২

০৩। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন সংস্থা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বর্ধিত বয়সকাল অবধি চাকুরী করার সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গণকর্মচারীর চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করা এবং তার নামে বৈধ মুক্তিযোদ্ধা সনদ থাকা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসরন করছে না; কোন কোন সংস্থা মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণকে ০১ (এক) বৎসরের পরিবর্তে ০২ (দুই) বৎসর বর্ধিত সময়কাল চাকুরীর সুযোগ প্রদান করছে যা সরকারের বিঘোষিত মৌলিক নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সকল দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক এ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

০৪। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ এবং ০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্রে প্রদত্ত নির্দেশনার অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নেবর্ণিত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ-

(ক) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণকে বর্ধিত সময়কাল বা বয়সকাল অবধি চাকুরী করার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার অনুকূলে মুক্তিযোদ্ধা সনদ রয়েছে" মর্মে বিষয়টি যাচাইক্রমে নিশ্চিত হতে হবে;

(খ) ইতোমধ্যে কোন দপ্তর-সংস্থা, কর্পোরেশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৭-১১-২০১০ ইং তারিখের পত্র নং০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০৪. ২০১০-৩৫৬এবং০৬-০৩-২০১১ তারিখের পত্র নং ০৩.০৭৭.০১.০৪৬.০০.০১. ২০১০-৪৪(১)-এর প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ না করে তাদের অধীনে কর্মরত কোন গণকর্মচারীকে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকলে ভূতাপেক্ষভাবে এরূপ আদেশ বাতিল করা যেতে পারে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পত্র জারী করা হলো।

(মোঃ গোলাম রহমান মিঞা)
যুগ্ম-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ৯৫৬৯০৯৯

বিতরন: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব/ সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)- (মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করার অনুরোধসহ)।
----
৪. ভাইস চ্যান্সেলর, সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।